ওয়েবেনের নিবিড় গ্রাম প্রচার অভিযান – ২০১৩

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের বাস্তব পরিস্থিতি বিষয়ক নিবিড় গ্রাম প্রচার অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই গ্রাম প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল– ৬–১৪ বছরের বয়সের শিশুরা বিদ্যালয়ে যাবে এবং বিদ্যালয় ছুট হবে না (তারা বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করবে), শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অধিকার আইন অনুযায়ী বেশিরভাগ সুযোগ তৈরি হবে, গ্রামবাসীরা শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে সচেতন ও তা প্রয়োগে সক্রিয় হবেন, সকল স্তরে সরকারি আধিকারিকগণ শিক্ষা অধিকার আইন রূপায়ণে সক্রিয় হবেন। এই প্রচার অভিযানের প্রক্রিয়াকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে গ্রামস্তরের কাজের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা এবং পঞ্চায়েত প্রধানের সাথে আলোচনা করা এবং চিঠির মাধ্যমে জানানো হয়েছে এবং গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি, গণসংগঠনের প্রতিনিধি, অভিভাবক/অভিভাবিকাদের সভায়, শিক্ষক–শিক্ষিকাদের সঙ্গে সভায় শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, পোস্টারিং করা হয়েছে, শিশুদের সঙ্গে সভা করা হয়েছে এবং তাদের কথা শোনা হয়েছে। এরপর বিদ্যালয়ের শিক্ষা অধিকার আইনের বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, পথসভার আয়োজন করে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিদ্যালয় ছুট সম্পর্কে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এরপরে তথ্য নিয়ে জেলাশাসক, ডিপিও, ডিআই, সভাধিপতি, মহকুমা শাসক, এস আই এস–এর নিকট

সমপথ

মার্চ-জুন ২০১৩

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র

আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

অভিযোগপত্র জমা দেওয়া ও তাঁদের সাথে আলোচনা করার কাজ চলছে, তথ্য নিয়ে জেলাশাসক, ডিপিও,

ডিআই, সভাধিপতি, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষের কাছে অভিযোগপত্র জমা দেওয়ার কাজও চলছে।

সমপথের গত সংখ্যায় এই নিবিড় অভিযানের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। এই প্রচার অভিযানের তথ্য অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৫ জন শিশু, বাঁকুড়া জেলায় ৩৪ জন শিশু, উত্তর দিনাজপুরে ১৯৬ জন শিশু, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১৯৪ জন শিশু, মালদহে ৯৬ জন শিশু, পূর্ব মেদিনীপুরে ১৬৭ জন শিশু, হুগলিতে ৩৩ জন শিশু, বর্ধমানের ৫৪ জন, কোচবিহারে ২৮ জন, উত্তর ২৪ পরগনায় ৭৫ জন শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে যারা বিদ্যালয় ছুট। অর্থাৎ ১০টি জেলার ৫৭টি ব্লকের ১০৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০৬টি গ্রামে মোট ৮৯২ জন বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে।

এছাড়াও ১১টি জেলা ২৩৪টি বিদ্যালয়ে শিক্ষা অধিকার আইনের বাস্তব পরিস্থিতি বিষয়ক নমুণা সমীক্ষা করা হয়েছিল। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে ৯৫টি বিদ্যালয়েই ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই, ৪৮টি বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা নেই ১৫৬টি বিদ্যালয়ে, গ্রন্থাগার নেই ১৫৪টি বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠ নেই ১৪১টি বিদ্যালয়ে, ৮৭টি বিদ্যালয়ে মাদুরে বা নিচে বসতে হয়, ১৬৯টি বিদ্যালয়ে প্রাচীর নেই, ৭৪টি বিদ্যালয়ে রান্না ও খাবারের জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেই।

গত বছরও ওয়েবেনের গ্রাম প্রচার অভিযানে ৯টি জেলার ৬০টি ব্লকের ১২৯টি গ্রামে প্রচারের সময় ১২১০ জন বিদ্যালয় ছুট শিশুকে পাওয়া গিয়েছিল যারা বিভিন্ন কারণে বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। এই বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী অর্থাৎ ২০৬টি গ্রামে ৮৯২ জন বিদ্যালয় ছুট শিশুর সংখ্যা অনুযায়ী বলা যায় বিদ্যালয় ছুটের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, যা আশার কথা। এছাড়াও সমীক্ষায় দেখা গেছে বেশিরভাগ জেলায় মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে বিদ্যালয় ছুট হওয়ার প্রবণতা বেশি।

এই তথ্য নিয়ে জেলাস্তরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে জেলাস্তরীয় সংগঠন, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, নেটওয়ার্কদের নিয়ে। এই সভায় তথ্যগুলি নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে। এর সাথে প্রেস মিট–এরও আয়োজন করা হয়েছে।

৬ থেকে ১৪ বছরের সমস্ত শিশুর উপযুক্ত স্থান হল বিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

কোন পথে আজ শিশু সুরক্ষা !

বর্তমানে যত বেশি সংখ্যায় অপরাধ ঘটে চলেছে, তার বেশিরভাগের শিকার যে শিশুরা তা বোধহয় আমাদের অজানা নয়। আমাদের দেশে, শিশু পাচার, শিশু শ্রমিক, শিশু অপুষ্টিতে আমরা প্রায় প্রথম সারিতে। তবে শিশু নিগ্রহ ও অত্যাচারের যে আমরা গর্ব করতে পারি তা বলাই বাহুল্য। অন্তত এই লেখার পাশের রিপোর্টটি তাই বলে। সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, আলোচনাসভা সর্বত্র একই বিষয়। আমরা গড়ে প্রতিদিন অন্তত দুটি করে শিশু নিগ্রহ, যৌন অত্যাচার বা অত্যাচারের ফলে বা পরে মৃত্যুর খবর দেখতে বা শুনতে পাই। অনেকগুলি হয়তো খবরই হয়না। আশ্চর্যজনক বিষয় হল এইগুলি নিয়ে যত হইচই হচ্ছে, ততো যেন এর মাত্রা বাড়ছে বই কমছে না। বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মানুষের মানসিকতা আমূল পরিবর্তন আজ একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সামনে আমাদের দাঁড় করিয়েছে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সংখ্যায় আজ কমতে শুরু করেছে। তার পুরোপুরি ফলভোগ করছে আগামী প্রজন্ম। তারা বিদ্যালয়ে, বাড়িতে, এলাকায়, রাস্তাঘাটে আক্রান্ত হচ্ছে-চেনা, আধচেনা, অচেনা বড়দের হাতে। কখনো বা দিকভ্রষ্ট তাদের সহপাঠী, সমবয়সীদের হাতে। যারা নিজেরাও জানেনা তারা তাদের থেকে ছোট অথবা এতদিনের খেলার সাথীকে কেন এই পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে! গত সংখ্যার সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছিল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে অভিনব উপায়ে শাস্তির কথা, এছাড়াও তারা নিয়মিতভাবে শিক্ষকদের হাতে বিভিন্নভাবে যৌন হেনস্থার শিকার হয়। আজ প্রশ্ন জাগাটা অস্বাভাবিক নয় যে তাহলে শিশুরা কোথায় সুরক্ষিত বা তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব নেবে কারা? শিশুদের যৌন হেনস্থার হাত থেকে বাঁচাতে এই নতুন আইন আমাদের আশার আলো দেখায়, এর সাথে আইন লাগু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফাস্ট ট্রাক কোর্টে একটা মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি কিছুটা হলেও আইনের কার্যকারিতাকে প্রমাণ করে। তবে ওই যে একটা কথা- 'দায়িত্ব নেবে কারা', আজ তো শিশুরা বাড়ি বা বিদ্যালয়ের নিশ্চিন্তের আশ্রয়েও অসুরক্ষিত বা নিরাপদ নয়। কোনো মানুষই তাকে তার নিরাপত্তা দেবার আশ্বাস দিতে পারছে না। এছাড়াও রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথাও ভুললে চলবে না- এখনো পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ গঠন হলেও তা কার্যকরী নয় বা এই নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে।

সুতরাং বলাই যায় আজ শিশুদের সুরক্ষা যে অসুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে তার দায় আমাদের সকলের- অর্থাৎ সমাজের সকল স্তরের মানুষের। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় তাদের জন্য নিশ্চিন্ত ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে পারাটা নেহাত অসম্ভব নয়।

আসুন আমরা সকলেই সকল শিশুর সুরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করি!

যৌন নিগ্রহ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন, ২০১২

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত শিশুদের উপর নিগ্রহ, নির্যাতন, ধর্ষণ ও অন্যান্য অপরাধ বেড়েই চলেছে। বেশিদিন নয় সাম্প্রতিক কালে সারা দেশ জুড়ে শিশুদের উপর যে হারে যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে আমাদের দুশ্চিন্তা বাড়াতে সেগুলি যথেষ্ট।

শিশুদের উপর নির্যাতন রুখতে ২০০৫ সাল থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মানবাধিকার সংগঠনগুলিও শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সময় সরকারের কাছে নানারকম প্রস্তাব দিয়েছে। তবে তাতে বিশেষ কাজ হয়নি। তাই শিশুদের উপর যৌন নিগ্রহ রুখতে কঠোর ধারা বলবৎ করার উদ্দেশে প্রোটেকশন অফ চিল্ডরেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট, ২০১২ লাগু করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগে শিশুদের উপর যৌন নিগ্রহ রুখতে কোনো আলাদা আইন ছিলনা। ভারতীয় দন্ডবিধির নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হতো অপরাধ অনুযায়ী। আইনের বেশ কয়েকটি ধারায় সাজা তুলনায় লঘু ছিল। শিশুদের ক্ষেত্রে পৃথক কোনো আইন না থাকায় ফাঁকফোঁকর গলে বেরিয়ে যেত অভিযুক্তরা। নতুন আইনটি লিঙ্গভেদ নির্বিশেষে যে কোনো আক্রান্ত শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি বা অশালীন মন্তব্যের সংজ্ঞা আরো বিস্তৃত করা হয়েছে।

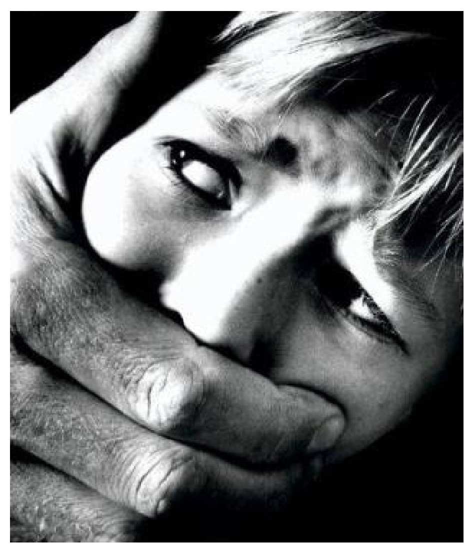

কী করা হয়েছে

- ধর্ষণের সংজ্ঞা আরো ব্যপ্ত করে সংসর্গমূলক যৌন নিগ্রহ (পেনিট্রেটিভ সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে কেউ যৌন উদ্দেশে শুধুমাত্র যৌনাঙ্গ ছাড়াও কোনো বস্তু, শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ শিশুর শরীরের অংশে প্রবেশ করালে অথবা শিশুর শরীরের কোনও অঙ্গ মুখে নিলেও সংসর্গমূলক যৌন নিগ্রহে অভিযুক্ত হবে। সাজা সর্বনিম্ন সাত বছর থেকে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন এবং জরিমানা।
- কোনো সরকারি কর্মচারী, পুলিশ আধিকারিক, শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী, জেলা আধিকারিক, সশস্ত্র বাহিনী, চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী এই অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে সাজা ন্যূনতম ১০ বছর, সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন এবং জরিমানা।
- শ্লীলতাহনির সংজ্ঞা আরো ব্যপ্ত করে যৌন নিগ্রহ শব্দটি বাহার করা হয়েছে। কোনো যৌন উদ্দেশ্যমূলক শব্দ, অঙ্গভঙ্গী বা অন্যান্য নিগ্রহের অপরাধে সাজা সর্বোচ্চ তিন বছর এবং জরিমানা।
- কোনো শিশুকে পর্নোগ্রাফির কাজে ব্যবহার করা হলে সাজা সর্বোচ্চ পাঁচ বছর এবং জরিমানা।

এছাড়া উপরোক্ত কোনো অপরাধে প্ররোচনা ও অপরাধ ঘটানোর চেষ্টা করলেও সাজার বিধান রয়েছে।

আক্রান্ত শিশুর বয়ান নেওয়ার প্রক্রিয়া

বাড়ি অথবা এমন কোনো জায়গায় যেখানে শিশুটি স্বাচ্ছন্দ বোধ করে এমন জায়গায় এবং তাঁর পরিবারের বিশ্বস্ত সদস্যের সামনে, কোনো মহিলা পুলিশ আধিকারিকের কাছে (যিনি ন্যূনতম সাব ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার হবেন ও সাদা পোশাকে থাকবেন) বয়ান দিতে হবে এবং তার ভিডিও রেকর্ডিং থাকবে। শিশুটির পরিচয় গোপন রাখতে হবে এবং তাকে রাতে থানায় আটকে রাখা যাবেনা। শিশুটি মানসিক/শারীরিক ভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন হলে তার কথা বুঝতে সক্ষম এমন কারোর সাহায্য নিতে হবে।

আক্রান্ত শিশুর মেডিক্যাল পরীক্ষার প্রক্রিয়া

লিখিত অভিযোগ না হলেও শিশুটিকে আগে মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে হবে তার পরিবারের বিশ্বস্ত সদস্যের সামনে, কন্যা শিশু হলে অবশ্যই মহিলা পরীক্ষক হবেন, পরিচিত কেউ না থাকলে হাসপাতালের প্রধান মনোনীত কোনো মহিলার সামনে পরীক্ষা করা হবে।

বিশেষ আদালত

শিশুদের উপর যৌন হেনস্থা সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে রাজ্যগুলিকে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে কথা বলে প্রতি জেলায় একটি করে বিশেষ দায়রা আদালত করতে হবে।

- বিশেষ আদালতের পরিবেশ হবে শিশু বান্ধব
- শিশুটিকে বারবার ডাকা যাবেনা ও এমন কোনো প্রশ্ন করা যাবে না যাতে তার চরিত্রহনন হয় এবং রুদ্ধদ্বার শুনানী করতে হবে যেখানে শিশুটির অভিভাবক/বাবা-মা থাকবেন।
- মামলাটি গ্রহণের একমাসের মধ্যে আক্রান্ত শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে এবং একবছরের মধ্যে মামলাটির শুনানী শেষ করতে হবে।
- রাজস্থান, কর্ণাটকের মতো কয়েকটি রাজ্য ইতিমধ্যেই এই আদালত তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে।

কিছু তথ্য

- ২০০৯ সালে গোটা দেশে শিশু ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ৫৩৬৮
- ২০১১ সালে গোটা দেশে এই সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ৭১১২
- ২০১০ সালে রাজ্যে শিশু ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ৭৩
- ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ২৫২টি শিশু। এই রাজ্যেই প্রতি বছর বিভিন্ন ধরণের যৌন হেনস্থার শিকার হয় গড়ে অন্তত ১২০০ থেকে ১৫০০ শিশু।

তথ্যসূত্র : এই সময়, এপ্রিল, ২০১৩

জেলাস্তরে আলোচনাসভা

পূর্ব মেদিনীপুর

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে গ্রামস্তরে নিবিড় প্রচার কর্মসূচির আয়োজন করেছিল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এদের মধ্যে অন্যতম। গত ২০ মার্চ কাঁথির জনমঙ্গল, সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সংহতি হলে এই নিবিড় গ্রাম প্রচারের তথ্য নিয়ে একটি জেলা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত প্রতিনিধি, শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, স্বনির্ভর দলের সদস্যা, অভিভাবকবৃন্দ। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর জেলা আহ্বায়ক শ্রী সমর বরণ মান্না তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ওয়েবেন ও তার কর্মসূচি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও তিনি জেলার প্রচার কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। এরপর জেলা কমিটির সদস্যা এবং ওয়েবেনের রাজ্য আহ্বায়িকা দীপালি নন্দী এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের জন্য সরকারি উদ্যোগ ও ভূমিকা সম্পর্কে জানা এবং আরো কী কী পদক্ষেপ নিলে ভালো হয় সে বিষয়গুলি নিয়ে এবং এই তথ্যগুলি নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে ওকালতি করার জন্য এই গ্রামপ্রচার কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এবং আজকের সম্মেলনে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করা হবে বলে তিনি জানান।

এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ক রাজ্য উপদেষ্টা শ্রী প্রবীর বসু। তিনি শিক্ষা অধিকার আইন এবং রাজ্যে এই আইন রূপায়ণে জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ব্যক্ত করেন। এরসঙ্গে নাগরিক সংগঠনগুলির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনায় বলেন যে সমাজের কাছে আইনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন আছে। বিশেষত বিদ্যালয়ে শাস্তি, পাশফেল নিয়ে বিতর্ক আছে। গুণগত মানের শিক্ষার অভাব ঘটছে। তিনি প্রাথমিকের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান সংক্রান্ত পরিসংখ্যান পেশ করেন। এছাড়াও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন নিয়ে ধারণার অভাব রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। জাতীয় স্তরে রাজ্যের এই পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনার কথা তিনি বলেন এবং প্রত্যেক শিশুর অধিকার সুনিশ্চিত করার দাবি তোলেন।

এরপর শিক্ষা অধিকার আইন সংক্রান্ত রাজ্য নিয়মাবলী নিয়ে আলোচনা করেন ওয়েবেনের রাজ্য সঞ্চালক চিররঞ্জন পাল। তিনি নিয়মাবলীটি সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি রাজ্য নিয়মাবলী এবং পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিগুলির পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন যে জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ পরিচালিত জনশুনানীর পরও শিক্ষা অধিকার আইনকে লঙ্ঘিত করে যে বিজ্ঞপ্তিগুলি দেওয়া হয়েছিল তার সংশোধন করা হয়নি। এছাড়াও তাঁর বক্তব্যে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির রমরমা, আইনের বাস্তব অবস্থাগুলি তুলে ধরেন এবং সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে আইনের যথাযথ প্রয়োগের কথা তুলে ধরেন।

পরবর্তী বক্তা ছিলেন ওয়েবেনের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রী স্বপন পন্ডা। তিপূর্ব মেদিনীপুর জেলা সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকার আইনের বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তিনি এই প্রচার অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন যে মূলত এলাকার মানুষকে সচেতন করা ও তাদের উদ্বুদ্ধ করা, বিদ্যালয় ছুট এবং বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও তথ্যগুলি সংগ্রহ করাই ছিল এই অভিযানের লক্ষ্য। তিনি বলেন শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এলাকার মানুষের ভূমিকা আছে, তাদের দাবি তুলে ধরতে হবে। কোনো রাজনৈতিক দলের কাছে শিক্ষার দাবি অগ্রাধিকার পায়না। সরকারের মতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শিক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে, কিন্তু ওয়েবেনের সমীক্ষা বলছে অন্য কথা। অনেক বিদ্যালয়ে পরিকাঠামোর অভাব, ৪টি গ্রামে বিদ্যালয় নেই, এই রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য আছে, আছে বহুস্তরীয় শিক্ষাব্যবস্থা, ২০১৩ সালের ৩১ মার্চ এই আইন প্রয়োগের সময়সীমা শেষ হয়ে যাবে। এখনো এই রাজ্যের শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের জন্য কোনো সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

এরপর তিনি জেলায় প্রচার অভিযান থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি পরিবেশন করেন ও আলোচনা করেন।

এই জেলায় ৭২টি পিছিয়ে পড়া গ্রামের নমুনা সমীক্ষা করে দেখা গেছে ১৭টি গ্রামে ৬-১৪ বছরের সকল শিশু বিদ্যালয়ে রয়েছে, ৫৫টি গ্রামে ১৬৭ জন শিশু বিদ্যালয়ে যায়না। এই জেলায় অনেক শিশু শ্রমিকে পরিণত হয়েছে বা বাড়ির কাজে যুক্ত হয়েছে, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ৭২টি গ্রামে ৮২টি বিদ্যালয়ের নমুনা সমীক্ষা করে দেখা গেছে ৪৯টি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার নেই, ৩৮টি বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের আলাদা শৌচাগার নেই, খেলার মাঠ নেই ৫৩টি বিদ্যালয়ে, ২৩টি বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, বিদ্যুৎ পরিসেবা নেই ৬০টি বিদ্যালয়ে, রান্না ও খাওয়ার জন্য আলাদা পরিকাঠামো নেই ১৬টি বিদ্যালয়ে, ছাত্রছাত্রীদের বসার সুব্যবস্থা নেই ১২টি বিদ্যালয়ে। এই জেলায় একটিও বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি তৈরি হয়নি, কোনো বিদ্যালয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা সরকারিভাবে হয়নি, জেলার অন্তত ৫টি বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে যা আইনবিরুদ্ধ। এছাড়াও জেলায় খবরের কাগজের মাধ্যমে এবং অন্য তথ্যসূত্র থেকে আইন লঙ্ঘনের বেশ কিছু ঘটনা জানা যায়।

এরপর ক্রাই-এর পক্ষ থেকে কিংশুক ভট্টাচার্য রাজ্যের পরিস্থিতির সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন এবং সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি সার্বিক চিত্র ভাল নয় বলে উল্লেখ করেন।

এরপর বিশিষ্ট অতিথিরা, অংশগ্রহণকারীরা মতামত জ্ঞাপন করেন। অধ্যক্ষ অনন্ত মোহন মিশ্র, সুদর্শন পন্ডা, দিলিপ কুমার দাস প্রমুখ ব্যক্তি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার মাধ্যমে আগামী দিনে এই জেলার শিক্ষা অধিকার আইন সঠিক প্রয়োগের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত এবং ছোট ছোট পরিকল্পনার মাধ্যমে কীভাবে এগোনো হবে সে বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়। আলোচনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত মতামতগুলি উঠে আসে -

১) নিয়মিত প্রচার করা ২) অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে অভিযোগ জানানো ৩) বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠনের জন্য চাপ সৃষ্টি করা ৪) শিক্ষা বিষয়ক কথোপকথন - বিদ্যালয়ে শাস্তি, ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ণ, গুণগত মানের শিক্ষা ইত্যাদি ৫) বিভিন্ন স্তরে ওকালতি করা ও স্মারকলিপি এবং দাবিপত্র পেশ করা ৬) সরকারের সঙ্গে সময়সীমা নিয়ে কথা বলা।

এরজন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হবে - যুবসমাজকে যুক্ত করতে হবে, তাদের এবং শিক্ষকদের নিয়ে শিক্ষা সংসদ গঠন করতে হবে, শিশুদের প্রতিবেশি বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে, পঞ্চায়েতকে যুক্ত করতে হবে।

এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী পার্থসারথী দাস।

এরপর সভাপতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে এলাকার মধ্যে ছোট ছোট কাজ করার জন্য আবেদন জানান এবং এই তথ্যগুলি নিয়ে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করার জন্য একটি ছোট দল গঠনের প্রস্তাব দেন। এরপর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে স্মারকলিপি পেশ করার জন্য দল গঠন করা হয় - ১) স্বদেশরঞ্জন ভঞ্জ, রামনগর-২, ২) তপন কুমার মন্ডল, এগরা-২, ৩) অনিলবরণ বেরা, কাঁথি-২, ৪) ছবি প্রামাণিক, হলদিয়া, ৫) অনুরাধা মন্ডল, রামনগর-২, ৬) সমর বরণ মান্না, জেলা আহ্বায়ক, ৭) দীপালি নন্দী, রাজ্য আহ্বায়ক।

এরপর সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন তাপস জানা।

হুগলি

হুগলি জেলার সম্মেলনটি আয়েজিত হয় ১০ মার্চ, ২০১৩ দত্তপুর লায়ন্স উডল্যান্ডস বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে। সম্মেলনটি উদ্বোধন করেন জাতীয় শিক্ষক সম্মানে ভূষিত ও শিশু সাহিত্যিক ডঃ ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন দত্তপুর লায়ন্স উডল্যান্ডস বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক নিমাই চন্দ্র ঘোষ, হুগলি চাইল্ড লাইনের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর মানস মুখার্জী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এই সম্মেলনে জেলার ব্লকের প্রতিনিধি, শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি, স্বনির্ভর দলের প্রতিনিধি, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবকগণ। সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দেন জেলা আহ্বায়ক তপন কুমার দাস। তিনি ওয়েবেনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও পথচলা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এর সঙ্গে জেলায় শিক্ষার হারের পরিসংখ্যান ও ওয়েবেনের নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচির উদ্দেশ্য নিয়েও আলোচনা করেন। এরপর নিমাই চন্দ্র ঘোষ তার বক্তব্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈষম্যের কথা তুলে ধরেন। এছাড়াও শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘন করে করে অতিরিক্ত ফি নেওয়া হচ্ছে, পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে সে প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে সর্বস্তরে প্রচার ও আলোচনার প্রয়োজন আছে, অভিভাবক তথা মায়েদের সচেতন করে তোলা প্রয়োজন।

এরপর রাজ্য সঞ্চালক শিক্ষা অধিকার আন্দোলনে ওয়েবেনের ভূমিকা ও নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ডঃ ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেন। তিনি অভিভাবকদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং শিক্ষা অধিকার আইনের বাস্তব প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন হুগলি চাইল্ড লাইনের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর মানসকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন ২০১২ সালে এই জেলায় চাইল্ড লাইন চালু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১০০টি কেস পাওয়া গেছে। তিনি কিছু অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

এরপর বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহাদের মূল্যবান প্রস্তাব ও পরামর্শ পেশ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কাপাসহাঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, হুগলি জেলার প্রাথমিক শিক্ষক সংসদের সদস্য, চন্ডীতলা সংবাদের সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের সম্পাদক (জনাই চক্র), কাপাসহাঁড়িয়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সম্পাদিকা, আয়োজক বিদ্যালয়ের কমিটির সেক্রেটারি প্রমূখ।

আলোচনায় নিম্নলিখিত মতামতগুলি উঠে আসে ও গৃহীত হয় –

১) যৌথ উদ্যোগে সকলকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে হবে
২) সকল শিশুকে বিদ্যালয়ের আঙিনায় আনা, ০-৬ বছরের শিশু ও ১৫-১৮ বছর বয়সের শিশুদের কথা ভাবতে হবে এবং জেলার ৪টি প্রাথমিক শিক্ষক সংসদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করতে হবে
৩) অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতার প্রসার ঘটাতে প্রচারের কাজ করে যেতে হবে। বছরের বিশেষ কিছু সময় ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যায়না, তাদের নিয়ে ভাবতে হবে
৪) বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোর অভাব, শিক্ষকের অভাব হয়েছে, সেগুলি নিয়ে কাজ করা
৫) নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক মূল্যায়ণ নিয়ে আলোচনা, পিছিয়ে পড়া এলাকায় কাজ করা

পরবতী পদক্ষেপ –

১) জেলাশাসক ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে তথ্য সহকারে স্মারকলিপি পেশ করা
২) সদস্যপদ গ্রহণ
৩) অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক তথ্য গ্রহণ করেননি, তাঁকে তথ্য পাঠানো

এরপর জেলা আহ্বায়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী।

উত্তর ২৪ পরগনা

গত ১১ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখ বারাসাত তিতুমির সভাগৃহে শিক্ষার অধিকার আইন এ বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শিক্ষা নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। ব্যয়ে শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন-২০০৯ যেটা কার্যকর হয়েছে, সরকারের দায়িত্ব হিসাবে তাতে উল্লেখ ছিল যে, উক্ত আইন অনুযায়ী ২০১৩ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজগুলির সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করার। বিদ্যালয়ছুট বা বিদ্যালয়ের বাইরের ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয় অঙ্গনে আনা। কেন্দ্র সরকার যে আইন পাশ করেছে তা রাজ্য সরকার কতটা কার্যকরী করতে পেরেছে সে সম্পর্কে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করার জন্য উক্ত বিশেষ আলোচনা সভাটির আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা নেটওয়ার্ক কমিটির সদস্য স্বপন পন্ডা মহাশয়, চিররঞ্জন পাল, জেলা আহ্বায়ক সমীর বিশ্বাস, কো অর্ডিনেটর সুস্মিতা চন্দ, জেলা সদস্য দিলীপ পাল, জেলা সভাধিপতি ভরত দাস, জেলা কর্মাধ্যক্ষ আনোয়ারা বেগম, অবসরপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষক ডঃ আনোয়ার হোসেন, জেলা স্বাস্থ্য প্রতিনিধি মাননীয় সলিল গুপ্ত মহাশয়, বিশিষ্ট শিক্ষক দীপক কুমার রায়, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাননীয় ডঃ নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রমুখ।

মাননীয় ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা সভার শুভ উদ্বোধন করেন। শিক্ষা অধিকার আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় ১৯০৪, ১৯১২, ১৯১৭, ১৯৩০ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত এবং তার পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে অবশেষে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে যে সকল শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আলোচিত বক্তব্যের মধ্যে উঠে আসে। গঠিত কমিশনগুলির দ্বারা আশানুরূপ ফল না পাওয়ার তথ্যগুলিও ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে উঠে আসে। এমনকী ২০১৩ সালের ৩১ মার্চ সময়সীমার মধ্যে শিক্ষা অধিকার আইন-২০০৯ এ উল্লেখিত কার্য্যাবলীর অধিকাংশটাই সরকার করে উঠতে পারেনি। মাননীয় স্বপন পন্ডা মহাশয় বলেন যে, ওয়েবেন নামক শিক্ষা মঞ্চটি ১৯৯৬ সালে ৬টি জেলা নিয়ে গঠিত হয়। সকল সাধারণ মানুষকে এই মঞ্চের আওতায় নিয়ে আসাই ছিল আমাদের আসল উদ্দেশ্য। আর তার মাধ্যমে একটি বৃহত্তর জনমত গঠিত হবে এটাই ছিল আমাদের প্রত্যাশা। এটা কোনো সরকার বিরোধী মঞ্চ নয়। শিক্ষা আইনে উল্লেখিত শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যগুলির বাস্তবায়ন করবার জন্য সরকারকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতেই এই শিক্ষা নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়েছে।

১৯৫০ সালে শিক্ষা মৌলিক অধিকার আইন সংবিধানভুক্ত হয়। সে সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। ২০০২ সালের ২৮ নভেম্বর ৮৬ তম সংবিধান সংশোধিত আইনের কথা পর্যালোচনা করেন। আইনসভা তথা জুডিশিয়াল বিচার সম্পর্কে নানা কথা উঠে আসে। জনগনকে শিক্ষিত করার পাশাপাশি শিক্ষা মৌলিক অধিকার সম্পর্কেও জানানো দরকার। ৩১ মার্চ, ২০১৩ এর মধ্যে যে সকল কাজ সম্পন্ন করার কথা ছিল তা যে করা যায়নি তা অনেকের বক্তব্যের মাধ্যমে উঠে আসে। ওয়েবেনের মতো একটা অসরকারি সংগঠন এই আইন যথাযথ বাস্তবায়িত করার জন্য সরকারি কাজে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেও সরকারি বিভিন্ন মাধ্যমগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো কথা শুনতে চাননা। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পারস্পরিক যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে অনেক কাজ সুষ্ঠুভাবে করা গেছে। স্কুল শিক্ষক মহাশয়রাও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কথা শুনেছেন। আমাদের দাবীমত স্কুলে ভর্তি নিয়েছেন এবং বেসরকারি সংগঠনকে সংহযোগিতা করেছেন।

জেলা আহ্বায়ক সমীর বিশ্বাস উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ৬ টি ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪টি গ্রামের বিদ্যালয়ছুট ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র

... *পরের পাতায়*

৪ পাতার পর ...
তুলে ধরেন। এই গ্রামগুলিতে দেখা গেছে যে, ৩১ মার্চ, ২০১৩-এর পরেও বিদ্যালয়ছুট ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে ৭৫ জন। কাজ করতে গিয়ে নানা প্রশ্ন ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েও কাজটা করা গেছে সেকথা উল্লেখ করেন। বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে সপ্তাহে একজন শিক্ষক স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ৪৫ ঘন্টা করে সময় দেবেন। বিপর্যয় মোকাবিলা, নির্বাচন, জনগননা, ছাড়া অন্য কোনো কাজে শিক্ষককে যুক্ত করা যাবে না। অথচ কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্কুল বন্ধ করে আধার কার্ডের কাজ হচ্ছে। প্রত্যেক স্কুলে ম্যানেজমেন্ট কমিটি তৈরির কথা বলা হয়েছে। কমিটিতে ৭৫% থাকবে ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবক আর বাকী ২৫% অন্যান্য প্রতিনিধিরা থাকবেন। কমিটিতে ৫০% মহিলা রাখতে হবে। স্কুলগুলির দায়িত্ব ৩ বছরের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। বর্তমানে কত ছাত্র ছাত্রী আছে, আগামীতে কত ছাত্র ছাত্রী আসবে এবং কতজন শিক্ষক শিক্ষিকা প্রয়োজন তার একটা পরিকল্পনা করে শিক্ষা দপ্তরে জমা দিতে হবে। তার ভিত্তিতে অর্থ যোগান দেবে শিক্ষা দপ্তর। বেসরকারিভাবে অনুমোদন বিহীন কোনো স্কুল চালানো যাবেনা। অনুমোদন বিহীন কোনো স্কুল চালালে প্রথমে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে। অনুমোদন প্রাপ্ত বেসরকারি স্কুলগুলিতে ২৫% আসন গরীব ছাত্র ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। আলোচনা প্রসঙ্গে উঠে আসে যে, ঝাড়খন্ডের রাজ্যপাল শিক্ষা মৌলিক অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ে কিছু জানেন না। প্রশ্নোত্তর পর্বে দেখা যায় যে, যারা এটা নিয়ে কাজ করছেন তাদেরকে বিষয়টা আরো ভালো করে জানানোর জন্য এবং কাজটা সঠিকভাবে করার জন্য আর একটি আলোচনা শিবির দরকার।

উত্তর দিনাজপুর

জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে গত ১০ মার্চ ২০১০ শিক্ষা অধিকার আইন ও বাস্তব পরিস্থিতি বিষয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। কালিয়াগঞ্জ ব্লকের হাসপাতাল পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত এই সভায় জেলা নেটওয়ার্কের আহ্বায়ক কবিতা দাস স্বাগত ভাষণে জানান, গ্রামস্তরে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে প্রচারের সময় তাঁরা লক্ষ করেছেন বহু শিশু এখনও বিদ্যালয় ছুট রয়েছে, আইন অনুযায়ী পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। রাজ্য সঞ্চালক শিক্ষা অধিকার আইন ও বাস্তব পরিস্থিতির তুলনামূলক আলোচনা করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, হরিদাস পোদ্দার, মনোরঞ্জন লাহা, কাঞ্চন কুমার দে প্রমুখ। সভা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন পীযুষকান্তি দাস।

বাঁকুড়া জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে ১৭ মার্চ ২০১৩ বাঁকুড়া শহরে স্কুলডাঙায় গান্ধী পিস ফাউন্ডেশনের প্রেক্ষাগৃহে শিক্ষা অধিকার আইন ও বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। আলোচনাসভার শুরুতে জেলা আহ্বায়ক সুভাষ মাঝি গ্রামস্তরে প্রচারের সময় বিদ্যালয় ছুট শিশু ও বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো সংক্রান্ত যে তথ্য পেয়েছেন তা তুলে ধরেন। শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে আলোচনাসভার পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের বাস্তব সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

মালদহ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে গত ৩০ মার্চ ২০১৩ আই.এম.এ প্রেক্ষাগৃহে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে আলোচনাসভার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখিকা মিনতী দত্ত মিশ্র। তিনি বলেন, শিক্ষকদের দেবার মানসিকতা নিয়ে বিদ্যালয়ে যেতে হবে। জেলা আহ্বায়ক মহঃ সাত্তার আলি তাঁর বক্তব্যে জেলায় আইন প্রয়োগের বাস্তব পরিস্থিতি বিষয়ে বলতে গিয়ে গ্রামস্তরে প্রচারের সময় যে তথ্য পেয়েছেন তা তুলে ধরেন। সভায় বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ১৭ মে ২০১৩ মথুরাপুর জেলার শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের বাস্তব পরিস্থিতি বিষয়ক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। আলোচনাসভাটির উদ্বোধক ছিলেন লেকচারার শশধর পুরকাইত। সভার শুরুতেই জেলার নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচির প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা আহ্বায়ক রবিশঙ্কর রায়। শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সদস্যা জ্যোৎস্না কর্মকার। নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচির বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন রাজ্য সঞ্চালক। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সভার দ্বিতীয়ার্ধে এই বিষয়গুলি নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপগুলি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই আলোচনাসভায় জেলা সদস্য/সদস্যা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

জেলায় জেলায় কার্যকরী কমিটির সভা

গত ৩১ মার্চ, ২০১৩ এবং ১১ মে, ২০১৩ উত্তর দিনাজপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের কার্যালয়ে জেলা কমিটির সভার আয়োজন করা হয়। সভায় কাজের মূল্যায়ন, সাংবাদিক সম্মেলন, আগামী পরিকল্পনা, স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে কর্মশালার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

গত ১৫ মে, ২০১৩ বাঁকুড়া জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় উইমেন এ্যাসোসিয়েশন ফর রাইটস এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর কার্যালয়ে। আগামী পরিকল্পনা, শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য কর্মশালা, শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ বিষয়ে আলোচনা হয়।

গত ২০ মে, ২০১৩ মালদহ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় মীরচক সারদাপল্লীতে। সভায় সাংগঠনিক বিষয় ছাড়াও আগামী কর্মসূচি, ২০১৩-১৪ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়।

গত ১৯ জুন, ২০১৩ মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর শহরের মারফৎ কার্যালয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মূলত সাংগঠনিক দূর্বলতার কারণ ও আগামী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

গত ২২ জুন, ২০১৩ বর্ধমান জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় বিঘায় অবস্থিত বিক্রমশীলাতে। সভায় ২০১৩-১৪ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়েও গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়।

■

শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘনে ওয়েবেনের অভিযোগ জানানো এবং রেপার তৎপরতা

ওয়েবেনের জেলা নেটওয়ার্কগুলি নিয়মিতভাবে শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ সংগ্রহ করে আসছে। মালদা জেলায় শৌচাগার সম্পর্কিত অভিযোগ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা থেকে মিড-ডে মিল বন্ধ, প্রাচীর নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, ছেলে-মেয়েদের পৃথম শৌচাগার নেই, মিড-ডে মিলের মান খারাপ, পরিকাঠামোর অভাবের অভিযোগ, হুগলি জেলাতে এস.আই-এর বিরুদ্ধে অনিয়মিতভাবে অভিযোগ এবং মিড-ডে মিলের রান্নাঘর সংক্রান্ত অভিযোগ প্রভৃতি জানানো হয়েছে জেলাস্তরের এবং স্থানীয় স্তরের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তরে।

ওয়েবেনের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ জমা দেওয়া হয় রাইট টু এডুকেশন প্রোটেকশন অথরিটির কাছে। বাঁকুড়া জেলায় একটি বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে রেপার কাছে ওয়েবেনের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রেপার পক্ষ থেকে শুনানীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়েবেনের রাজ্য আহ্বায়িকার কাছে আগামী জুলাই মাসে শুনানীর জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং ওই দিন উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে অভিযোগটির নিষ্পত্তির জন্য

জেলা কমিটিরসভা

হুগলি

হুগলি জেলা কমিটি তাদের জেলা কমিটির সভার আয়োজন করে মাখলা মুক্ত ধারার কার্য্যালয়ে ৪ মার্চ, ২০১৩। সভার মূল আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল– ১) নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা, ২) পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ৩টি গ্রামে বিদ্যালয় ছুট ও বিদ্যালয়ের তথ্য সংগ্রহের কাজ হয়েছে। আরো দুটি গ্রামে প্রচারের তারিখ স্থির করা হয়। জেলা সম্মেলন করা হবে আগামী ১৭ মার্চ, দত্তপুর লায়ন্স উডল্যান্ডস বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে। এই সম্মেলনে জাতীয় শিক্ষক, শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি, স্বনির্ভর দলের সদস্যা, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি, মিডিয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এই সম্মেলনের দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রজেনজিৎ চ্যাটার্জী ও তপন কুমার দাস–কে। এরপর স্থির হয় পঞ্চায়েত, এস আই–দের আগামী ১০ মার্চের মধ্যে গ্রাম প্রচারের তথ্য সহকারে স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

গত ১৭ এপ্রিল তপন কুমার দাস–এর সভাপতিত্বে হুগলি জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের সভা আয়োজিত হয় মাখলা মুক্তধারার কার্য্যালয়ে। সভার শুরুতে রাজ্য সঞ্চালক জেলার কর্মসূচির পর্যালোচনা করেন। এরপর উপস্থিত সদস্যরা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। এরপর জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী নিবিড় গ্রামপ্রচার কর্মসূচিতে তার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। এরপর পরবর্তী কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জেলাস্তরে গ্রাম প্রচার কর্মসূচির তথ্য নিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে। আগামী বছরে জেলা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

উত্তর ২৪ পরগনা

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা নেটওয়ার্কের জেলা কমিটির সভা আয়োজিত হয় ১৮ মার্চ ২০১৩ স্বনির্ভরের কার্য্যালয়ে। সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল – ১) জেলা সম্মেলন ২) নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচির রিপোর্ট ৩) জেলা প্রেস মিট ৪) অন্যান্য। সভার সভাপতি নির্বাচিত হন সজল বৈদ্য। প্রথমেই গত সভার সিদ্ধান্ত পাঠ করেন সভাপতি। সভার প্রথমেই ওয়েষ্টে বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরাম থেকে প্রাপ্ত ফ্লেক্সগুলি পরিকল্পনা মত পঞ্চায়েতগুলোয় লাগানো হবে এবং তার ফটো তোলা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পঞ্চায়েতগুলি থেকে যতগুলি সম্ভব শংসাপত্র গ্রহণ করা হবে।

জেলা সম্মেলনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়। আমন্ত্রিতদের চূড়ান্ত তালিকা স্থির করা হয়। জেলা সম্মেলনের পরিকল্পনা ও দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। জেলা আহ্বায়ক সমীর বিশ্বাস রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্তগুলি জানান এবং রাজ্য সঞ্চালক অন্য জেলার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

এরপর রাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মশালার জন্য জেলা প্রতিনিধির নামগুলি স্থির করা হয় – ১. সজল বৈদ্য ২. পিন্টু মন্ডল, ৩. রসিদ গাজি ৪. স্বরূপনগর ব্লকের ১ জন প্রতিনিধি এবং ৫. সংহতি কেন্দ্র বাদুরিয়া থেকে ১ জন প্রতিনিধি। জেলার সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ব্যক্তিগত–৭ জন, এনজিও–১৬ এবং সিবিও–৮। এরপর জেলার কিছু সাংগঠনিক সমস্যা নিয়েও আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত হল হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের আঞ্চলিক মেলায় ওয়েবেনের পক্ষ থেকে স্টল দেওয়া হবে। ব্লকের সব রিপোর্ট এখনো জমা পড়েনি। জেলায় ২৬ মার্চের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে।

জেলা প্রেস মিট হবে আগামি মে মাসে। পরবর্তী জেলা কমিটির সভা হবে ১০ মে, ২০১৩।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নেটওয়ার্কের জেলা কমিটির সভা আয়োজিত হয় ই.টি.আর ফর ডিসএবল সংগঠনের কার্য্যালয়ে। সভার শুরুতেই স্বাগত ভাষণ দেন জেলা আহ্বায়ক রবিশঙ্কর রায়। তিনি তাঁর বক্তব্যে জেলায় নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণ করেন। এছাড়াও তিনি কর্মসূচির রিপোর্ট পেশ করেন। এরপর নতুন কয়েকটি গ্রামের নাম স্থির করা হয় প্রচারের জন্য। রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করেন রাজ্য সঞ্চালক। রাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মশালার জন্য জেলা প্রতিনিধির নামগুলি স্থির করা হয় – ১) ৪ জন প্রতিনিধি এই কর্মশালায় যোগদান করবেন – মগরাহাট থেকে অমর নস্কর ২) কাকদ্বীপ ব্লকের ১ জন প্রতিনিধি, মথুরাপুর – ১ থেকে সরমা বৈরাগী ও অন্য ১ জন প্রতিনিধি। এরপর স্থির করা হয় জেলার বর্ধিত কমিটির সভা হবে ১৩ এপ্রিল মথুরাপুরে।

এরপর জেলা সম্মেলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য নিয়েও আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর আগামি ১৫ মে জেলা সম্মেলনের তারিখ ধার্য্য করা হয়। পরবর্তী সভায় সম্মেলনের দায়িত্ব ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

গত ১৩ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আর একটি সভার আয়োজন করা হয় মথুরাপুরে। সভার সভাপতি নির্বাচিত হন শচীন্দ্রনাথ হালদার। এই সভায় কুলপি, মথুরাপুর–১,২, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এই সভার মূল আলোচ্যসূচি ছিল সংগঠিত কর্মসূচির পর্যালোচনা এবং আগামী কর্মসূচি ও পরিকল্পনা। জেলা আহ্বায়ক রবিশঙ্কর রায় স্বাগত ভাষণে নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই কর্মসূচি থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি নিয়েও তিনি জানান জেলার সদস্যসংখ্যা বাড়াতে হবে এবং শহর এলাকার ব্লকগুলিতেও নেটওয়ার্কের কাজের প্রসার ঘটাতে হবে। এরপর তিনি জেলা নেটওয়ার্কের সাংগঠনিক সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। এরপর ব্লক থেকে আগত প্রতিনিধিরা নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচির অভিজ্ঞতাগুলি ব্যক্ত করেন। তাঁরা প্রশাসনিক স্তরের অসহযোগিতা, এলাকার অর্থনৈতিক সমস্যা, শিশু শ্রমিকদের অবস্থা, বিদ্যালয়গুলির পরিস্থিতি, সচেতনতার অভাবের বিষয়গুলি তুলে ধরেন। এরপর রাজ্য সঞ্চালক নতুন সদস্যদের জন্য ওয়েবেন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং নেটওয়ার্ক কিভাবে কাজ করে, শিক্ষা অধিকার আইনের মূল বক্তব্য প্রভৃতি বিষয়গুলি তুলে ধরেন। এরপর জেলাস্তরের সম্মেলন, পঞ্চায়েত, ব্লক ও জেলাস্তরে গ্রাম প্রচার কর্মসূচি থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি নিয়ে স্মারকলিপি প্রদান প্রভৃতি বিষয়গুলি স্থির করা হয়।

জেলাস্তরের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে কর্মশালা

শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগ অভিযান ও অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে ওয়েবেন উপলব্ধি করে যে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণকে আরো শক্তিশালী ও নিশ্চিত করতে গেলে এবং সচেতনতা প্রসার করতে স্থানীয় মানুষকে কর্মসূচিগুলিতে আরও যুক্ত করতে হবে। সুতরাং যে যে এলাকাগুলিতে ওয়েবেন কাজ করে সেখানে অন্তত একজন করে স্বেচ্ছাসেবক থাকা প্রয়োজন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় এলাকাভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক/স্বেচ্ছাসেবিকাদের চিহ্নিত করে তাদের নিয়ে জেলাস্তরীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয় জুন মাসের বিভিন্ন দিনে। এই কর্মশালা থেকে আশা করা হয়েছে– এই স্বেচ্ছাসেবক দল এলাকায় শিক্ষা অধিকার রূপায়ণে সহযোগী হবে, শিক্ষা অধিকার বিষয়ে জনমত তৈরি করতে সক্ষম হবে, শিক্ষা অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে যথাযথ জায়গায় জানাবে। উদ্দেশ্য এই স্বেচ্ছাসেবক/স্বেচ্ছাসেবিকারা জেলায় সম্পদ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হবেন এবং তারা আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষা অধিকার আইন ও রাজ্য নিয়মাবলী, শিক্ষা অধিকার আইনের ইতিহাস, আইন/নিয়মাবলীর লঙ্ঘনের বিস্তারিত বিষয়ে, অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি ও বিদ্যালয় উন্নয়নের পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা বৃদ্ধির জন্য আলোচনা, কথোপকথন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কর্মশালাগুলি পরিচালনা করা হয়। হুগলি, মালদা, বাঁকুড়া, উত্তর দিনাজপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বর্ধমানে এই কর্মশালাগুলি আয়োজিত হয়।

জেলায় বর্ধিত সভা

হুগলি, উত্তর দিনাজপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, মালদা, বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া ইত্যাদি জেলায় জেলা কমিটির বর্ধিত সভার আয়োজন করা হয়। এই সভাগুলির মূল আলোচ্য বিষয় ছিল জেলার পরবর্তী পরিকল্পনা, জেলার স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে কর্মশালা, পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে জেলাস্তরে ও প্রচার ও অন্যান্য বিষয়।

ওয়েবেনের শিশু ইস্তাহার প্রকাশ

পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৩-এর প্রাক্কালে শিশু শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত দাবি সম্বলিত ইস্তাহার ও পোস্টার প্রকাশ করল ওয়েবেন। ওয়েবেনের কাজের এলাকাগুলিতে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের কাছে এই ইস্তাহার পৌঁছে দেওয়া হবে এবং পোস্টারটি এলাকায় বিভিন্ন জনবহুল স্থানে লাগানো হবে। এই উপলক্ষে ১৪ জুন কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে এই ইস্তাহার ও পোস্টারটি প্রকাশ করা হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বকে আহ্বান করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের (আর.এস.পি) পক্ষ থেকে শ্রী রাজীব ব্যানার্জী ও ডঃ কুনাল দে। এছাড়াও বিশিষ্ট মনোবিদ ও ওয়েবেনের দীর্ঘদিনের সাথী শ্রী মোহিত রণদীপ, ওয়েবেনের রাজ্য সম্পাদিক শ্রীমতী দিপালী নন্দী ও হুগলী জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রী সুশান্ত ভট্টাচার্য্য। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য প্রকাশ করেন। এই সম্মেলনটিতে বিভিন্ন মিডিয়া উপস্থিত ছিলেন। দৈনিক স্টেটসম্যান, গণশক্তি পত্রিকায় এই সম্মেলনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় এবং দূরদর্শন কেন্দ্রের সংবাদে এটি প্রচারিত হয়।

কলকাতা প্রেস ক্লাবে শিশু ইস্তাহার ও পোস্টার প্রকাশ

ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরাম আয়োজিত আলোচনাসভা

ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরাম পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা অধিকার আইনের বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে একটি নমুণা সমীক্ষার আয়োজন করে পূর্ব মেদিনীপুর, মালদা, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও কলকাতায়। সেই রিপোর্ট প্রকাশ উপলক্ষ্যে ২৮ জুন কলকাতার একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই আলোচনাসভায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি, বিভিন্ন সংগঠন, নেটওয়ার্ক, শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক এবং সমাজকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও রাইট টু এডুকেশন প্রোটেকশন অথোরিটির (রেপা)-এর চেয়ারম্যান জাস্টিস সাধন গুপ্ত মহাশয় বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন এবং এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। পূর্ব মেদিনীপুরের শিশু দলের সদস্যা কৃতি পাল এই রিপোর্টটি প্রকাশ করে এবং তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরে। এইদিন দেশে শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জাতীয় স্তরের রাইট টু এডুকেশন ফোরামের আহ্বায়ক অম্বরিশ রাই। এরপর ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের সমীক্ষা রিপোর্টটি পরিবেশন করেন ফোরামের অন্যতম সদস্য চিররঞ্জন পাল।

আলোচনাসভার দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন। সমন্বিত শিক্ষা ও সমান সুযোগ বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন ক্রাই এর পক্ষ থেকে সত্য গোপাল দে, সেভ দ্য চিল্ড্রেন এর পক্ষ থেকে সঞ্জিব রাই। শিক্ষায় স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অ্যাকশন এইড-এর পক্ষ থেকে চিত্তরঞ্জন মন্ডল ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ব্রতীন চট্টোপাধ্যায়। এরপর এই পর্যায়ের শেষ ভাগে আরো দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। গুণগত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক সমাজের ভূমিকা ও প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মৃন্ময় ভট্টাচার্য্য এবং সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুদীপ নারায়ণ গোস্বামী, শিক্ষায় বেসরকারিকরণ – সুফল ও কুফল বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অক্সফামের পক্ষ থেকে অ্যাঞ্জেলা তানেজা। এরপর উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা বক্তাদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং তাঁরাও বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরেন। সবশেষে ফোরামের পক্ষ থেকে পরবর্তী পদক্ষেপগুলি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ফোরাম আয়োজিত আলোচনাসভা, ইনসেটে রেপার চেয়ারম্যান জাস্টিস সাধন গুপ্ত

রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ কবে কার্যকর হবে

কমিশন ফর দ্য প্রটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস অ্যাক্ট, ২০০৫ অনুযায়ী প্রতিটি রাজ্যেই শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ গঠন করার কথা। রাজ্য জুড়ে শিশুদের প্রতি হিংসা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে এই শিশু সুরক্ষা আয়োগের কার্যকর হওয়া আজ অত্যন্ত জরুরি। বিনাব্যয়ে শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ রূপায়ণ ঠিক মতো হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে শিশু সুরক্ষা আয়োগকে। শিক্ষা অধিকার আইনের ৩১ নং ধারায় বলা হয়েছে, NCPCR (National Commission for Protection of Child Rights) বা SCPCR (State Commission for Protection of Child Rights) শিক্ষার অধিকার আইনের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মূল্যায়ন ও পুর্নবিচার করতে পারবে। যেসব রাজ্যে NCPCR নেই, তারা দ্রুত তা গঠন করবে। যতদিন SCPCR গঠন না হচ্ছে, অন্তবর্তীকালীন সময়ে REPA (Right to Education Protection Authority) এই আইনের রূপায়ণে শিশুর অধিকার রক্ষায় দায়বদ্ধ থাকবে।

আমাদের রাজ্যে প্রথমে REPA এবং পরে SCPCR তৈরি হয়েছে। SCPCR কমিটি তৈরি হলেও এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট অফিসে নেই, এদিকে REPA ও কাজ করে যাচ্ছে, যা আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আইন অনুযায়ী SCPCR গঠন হয়ে গেলে REPA-র সবকিছুকে হস্তান্তর করতে হবে। আইনের বিপরীতে গিয়ে এ রাজ্যে একই সাথে REPA এবং SCPCR অবস্থান রয়েছে এবং SCPCR গঠিত হলেও কার্যত অস্তিত্বহীন। অথচ, শিশুদের সুরক্ষায় SCPCR-এর কার্যকর হওয়া খুবই জরুরি। কার্যকর হতে আরও কতদিন অপেক্ষা করতে হবে তা কে জানে।

জেলাস্তরে সাংবাদিক সম্মেলন

গত ২৯ এপ্রিল, ২০১৩ রায়গঞ্জ প্রেসক্লাবে উত্তর দিনাজপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে জেলায় শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের বাস্তব পরিস্থিতি বিষয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। জেলা আহ্বায়ক কবিতা দাস বাস্তব পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন এবং এ বিষয়ে সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন। জেলা ও রাজ্যস্তরের গণমাধ্যমগুলি এখানে উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৪ জুন, ২০১৩ বারাসত প্রেসক্লাবে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে জেলায় শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের বাস্তব পরিস্থিতি ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে ওয়েবেনের শিশু ইস্তাহার নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ডঃ নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমলেন্দু দেবনাথ, ওয়েবেনের জেলা কমিটির সদস্য গৌরগোপাল সরদার, জেলা আহ্বায়ক সমীর বিশ্বাস শিশুদের সমস্যা ও জেলার শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। এই সম্মেলনে বেশ কিছু সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি ও বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা

শিক্ষা অধিকার আইনের ২১ নং ধারায় বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। সরকারি অনুদান পায় না এমন বিদ্যালয় ছাড়া প্রতি বিদ্যালয়ে পরিচালন কমিটি থাকা বাধ্যতামূলক। কমিটিতে স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষক, অভিভাবকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা থাকবেন। কমিটির তিন – চতুর্থাংশ সদস্য হবেন অভিভাবক। অনগ্রসর ও বঞ্চিত শ্রেণির অভিভাবকদের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব রাখতে হবে। কমিটিতে অন্তর ৫০ শতাংশ মহিলা প্রতিনিধি থাকবেন। প্রতি দুবছরে এই কমিটি পুনর্গঠিত হবে।

রাজ্য নিয়মাবলীর ১৩ নং রুলে আইনের ২১ নং ধারা অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে প্রতি ৩ বছর অন্তর বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠিত হবে। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ের জন্য পরিশিষ্ট–III অনুযায়ী পরিচালন কমিটি গঠিত হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটি গঠিত হবে কমপক্ষে ১২ জন সদস্য/সদস্যাকে নিয়ে।

পঞ্চায়েত এলাকার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়টি যে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সেই অঞ্চলের গ্রামসভার একজন নির্বাচিত সংসদ এবং পৌরসভা/ কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে নির্বাচিত কাউন্সিলার/কমিশনার।
প্রধান শিক্ষক অথবা টিচার ইন চার্জ।
শ্রেণি ভিত্তিক অভিভাবকদের প্রতিনিধি ১০ জন।
প্রথম শ্রেণি – ২ জন সদস্য, ১ জন তপসিলি জাতি এবং ১ জন সাধারণ
দ্বিতীয় শ্রেণি – ২ জন সদস্য, ১ জন তপসিলি এবং ১ জন সাধারণ
তৃতীয় শ্রেণি – ৩ জন সদস্য, ১ জন ওবিসি–এ, ১ জন তপসিলি জাতি এবং ১ জন সাধারণ
চতুর্থ শ্রেণি – ৩ জন সদস্য, ১ জন ওবিসি–বি, ২জন সাধারণ

বিশেষ তালিকাভুক্ত সদস্য না পাওয়া গেলে সাধারণ তালিকা থেকেই পূরণ করা হবে। মোট সদস্যের ৫০ শতাংশ সদস্য মহিলা হবেন।

বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি প্রতি ২ মাসে ১ বার মিলিত হবেন, সভার সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে রক্ষিত হবে এবং জনগণকে তা দেখাবার ব্যবস্থা থাকবে। প্রধান শিক্ষক বা টিচার ইন চার্জ কমিটির আহ্বায়ক হবেন।

উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে (পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠিত হবে Rules for Management of Recognised Non-Government Institutions (Aided and Unaided), 1969 অনুসারে।

আইনের ২২ নং ধারায় বলা হয়েছে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি সংশ্লিষ্ট সরকার অথবা স্থানীয় প্রশাসনের পরিকল্পনা ও বরাদ্দের ওপর ভিত্তি করে বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে পারবে।

রাজ্য নিয়মাবলীর ১৪ নং রুলে বলা হয়েছে প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি আইন অনুযায়ী যে শিক্ষাবর্ষে গঠিত হয়েছে সেই শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার ৩ মাস পূর্বে একটি বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং প্রত্যেক ৩ বছরে একবার তৈরি করবে।

বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য –
এক) পাঠক্রমের লক্ষ্যপূরণ এবং ছাত্রছাত্রীদের কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন
দুই) বিদ্যালয়ের বস্তুগত ও মানবিক সম্পর্কের পরিবেশের উন্নয়ন সাধন
তিন) বিদ্যালয় পরিচালনায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ

পরিকল্পনার সময় যা মনে রাখা দরকার – বিদ্যালয় সংক্রান্ত নিয়ম–নীতি ঠিক করা, পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রত্যেকের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ, পরিকল্পনা এমনভাবে করা দরকার যে পরিকল্পনা হবে সুনির্দিষ্ট, সম্পূর্ণ করা সম্ভব, যা পরিমাপ করা যাবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হবে। স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করতে হবে এবং তা হবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। লভ্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের কথাও পরিকল্পনার সময় ভাবা দরকার। পরিকল্পনা হবে স্বচ্ছ ও সহজবোধ্য। পরিকল্পনা করার আগে সবার প্রথমে বিদ্যালয়ের বর্তমান ও বাস্তব পরিস্থিতি ভাল করে জেনে বুঝে নেওয়া দরকার। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই কী করা দরকার তা ঠিক করতে হবে। বিদ্যালয়ের বস্তুগত পরিকাঠামো ও ছাত্র–শিক্ষক–অভিভাবকদের মানবিক সম্পর্ক সবকিছুই বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে।

প্রতিটি বিদ্যালয় পরিকল্পনা বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকের স্বাক্ষরিত অবস্থায় সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে আর্থিক বছর শেষ হওয়ার পূর্বে জমা দিতে হবে।

শিক্ষা অধিকার আইন, বাস্তব পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য

আইনের ধারা	আইন কী বলছে	রাজ্য নিয়মাবলী ও বিজ্ঞপ্তি	বাস্তব পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য
১ নং ধারা	আইনটির নাম : দি রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন অ্যাক্ট, ২০০৯ আইনের পরিধি -জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত সারা দেশ। আইনটি কার্যকর হয়েছে ১ এপ্রিল ২০১০ থেকে (১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে)।	রুল -১ রুলের নাম : ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন রুলস, ২০১২ ১৬ মার্চ, ২০১২ থেকে এই রুল কার্যকর হয়েছে।	আইনের ৩৮ নং ধারা অনুযায়ী আইনটি কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়ম তৈরি করতে পারবে। রুল তৈরি হলেও আইনটি যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য রুল সম্পূর্ণ নয়।
২ নং ধারা	আইনে উল্লেখিত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।	রুল -২ রুলে উল্লেখিত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণির বয়স নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রাক প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।	শিশুর সংজ্ঞা ৬ থেকে ১৪ দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশুর বয়স পরিবর্তন করার জন্য জনমত তৈরি করা আমাদের দায়িত্ব।
৩ নং ধারা	৬ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত সকল শিশু বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পাবে।	রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দিলেও উন্নয়ন ফি বাবদ ২৪০ টাকা নেওয়ার কথা বলেছে। যা কেন্দ্রীয় আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।	এ রাজ্যে এখনও বহু শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। এখনও অনেক বিদ্যালয় ভর্তির সময় টাকা নিচ্ছে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের কাছে অভিযোগ জানানো জরুরি।
৪ নং ধারা	যে সকল শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেনি তাঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।	রাজ্য রুলের ৩ নং রুলে এই শিশুদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছে।	রুলে বলা হলেও তা বাস্তবে সঠিকভাবে কার্যকর হচ্ছে না।
৫ নং ধারা	যেখানে শিশুদের স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়, সেখানে সংশ্লিষ্ট শিশুদের ভিন্ন রাজ্য অথবা ভিন্ন অঞ্চলের স্কুলে ভর্তি হওয়ার অধিকার আছে।		ভিন রাজ্য থেকে এখানে কাজ করতে আসা বিশেষত ইটভাটার শিশুদের অনেকেই স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় না।
৬ নং ধারা	রাজ্য সরকারকে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির জন্য প্রতি ১ কিলোমিটারের মধ্যে ১টি স্কুল এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য প্রতি ৩ কিলোমিটারে ১টি স্কুল করতে হবে।	রাজ্য রুলের ৪ নং রুলে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির জন্য গ্রামে ১কিমি এবং শহরে আধ কিলোমিটারের মধ্যে ও পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য গ্রামে ২ কিমি এবং শহরে ১ কিমির মধ্যে প্রতিবেশি বিদ্যালয় এবং প্রয়োজনে একের বেশি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।	যদি কোনও অঞ্চলে উল্লিখিত সীমার মধ্যে স্কুল না থাকে তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানানো প্রয়োজন।
৭ নং ধারা	আইনটি কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ দায়িত্ব।		
৮ নং ধারা	সংশ্লিষ্ট সরকারের কর্তব্য-অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা, প্রতিবেশি স্কুল নিশ্চিত করা, শিশুরা যেন বৈষম্যের শিকার না হয় তা সুনিশ্চিত করা, শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষার উপকরণ সহ পরিকাঠামোর জোগান দেওয়া, ৪ নং ধারায় বর্ণিত শিশুদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, প্রত্যেক শিশুর ভর্তি-উপস্থিতি এবং প্রাথমিক শিক্ষা যাতে সম্পূর্ণ হয় তা সুনিশ্চিত করা, গুণমানের শিক্ষা সুনিশ্চিত করা, সময়মত পাঠক্রম ও পাঠ্য বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট করা, শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।		
৯ নং ধারা	স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব-অবৈতনিক শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী শিশুর পাঠ্যপুস্তক, লেখার সামগ্রী ও স্কুলের পোশাকের দায়িত্ব সরকারের।		এ রাজ্যে এখনও কোথাও লেখার সামগ্রী দেওয়া হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। পোষাক মেয়েদের ও তপঃজাতির ছেলেদের দেওয়া হয়ে থাকে। সাধারণ ছেলেদের দেওয়া হয়না। ভর্তির সময় অনেক বিদ্যালয়ে অর্থ নেওয়া হচ্ছে।
১০ নং ধারা	শিশুকে স্কুলে ভর্তি করার দায়িত্ব তার পিতামাতা বা অভিভাবকের।		এই আইন এবং বিজ্ঞপ্তি যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা দেখা ও লঙ্ঘন হলে অভিযোগ দায়ের করা।
১১ নং ধারা	সংশ্লিষ্ট সরকার তিনবছরের ওপরের শিশুদের ছয় বছর বয়স সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সেইসব শিশুর শৈশবকালীন যত্ন এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে।	রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ৫ বছরের ওপরে ও ৬ বছরের কম বয়সের শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অঙ্গনেই করার কথা বলেছে।	
১২ নং ধারা	বেসরকারি স্কুলে ২৫ শতাংশ অনগ্রসর শ্রেণির শিশুর বৈষম্যহীন শিক্ষা সুনিশ্চিত করায় স্কুলের দায়িত্ব।	রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বেসরকারি স্কুলে ২৫ শতাংশ অনগ্রসর শ্রেণির শিশুদের ভর্তি বাধ্যতামূলক করেছে। (এস সি-২২, এস টি-৬, ওবিসি এ-১০, ওবিসি বি-৭, দুর্বলতার শ্রেণি - ৫৫)।	এই আইন এবং বিজ্ঞপ্তি যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা দেখা ও লঙ্ঘন হলে অভিযোগ দায়ের করা।
১৩ নং ধারা	ক্যাপিটেশন ফি বাছাই পরীক্ষা নেওয়া যাবে না।	২০ ডিসেম্বর, ২০১১, ০৬ নভেম্বর, ২০১২ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর লটারীর	

আইনের ধারা	আইন কী বলছে	রাজ্য নিয়মাবলী ও বিজ্ঞপ্তি	বাস্তব পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য
		মাধ্যমে ভর্তির কথা বলেছে, লটারীর মাধ্যমে ভর্তির হতে না পারলে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ভর্তির ব্যবস্থা করবেন।	
১৪ নং ধারা	বয়সের প্রমাণপত্র ছাড়াই ভর্তি নেওয়া যাবে।	রাজ্য রুল -৭ এ বলা হয়েছে ১৮৮৬ সালের জন্মু ও মৃত্যু নথিভুক্তিকরণ আইন অনুযায়ী জন্ম শংসাপত্র না পাওয়া পেলে বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে হাসপাতাল অথবা সাব সেন্টার অথবা আইসিডিএস সেন্টারের রেকর্ড, রেজিষ্টার্ড মেডিকেল প্র্যাক্টিশনারের শংসাপত্র প্রমাণপত্র হিসেবে গৃহীত হবে অথবা এসব তথ্য না পেলে শিশুটির বাবা-মা অথবা অভিভাবক কর্তৃক শিশুটির বয়স বিষয়ে লিখিত ঘোষণাও গৃহীত হবে।	
১৫ নং ধারা	স্কুলে ধার্য ভর্তির সময়ের পরও ৬ মাস পর্যন্ত কোনো শিশুকে ভর্তি নিতে স্কুল বাধ্য থাকবে।	স্কুলে ভর্তির বর্ধিত সময় শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার ৩ মাস পর্যন্ত। যদি কোনো স্কুল ছুট শিশু শিক্ষাবর্ষের যে কোনো সময় পাওয়া যায় তাহলে ভর্তির সময় অথবা ভর্তির বর্ধিত সময় পেরিয়ে গেলেও ভর্তি নিতে অস্বীকার করা যাবে না।	
১৬ নং ধারা	কোনো শিশুকে একই শ্রেণিতে দুবার রাখা যাবে না এবং প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার আগে স্কুল থেকে বহিস্কার করা যাবে না।		ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাবের ফলে পাস-ফেল প্রথা উঠে যাওয়া নিয়ে সমাজে বিতর্ক চলছে। আমাদের দায়িত্ব এই বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা।
১৭ নং ধারা	কোনো শিশুকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা যাবে না।	রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ২৪ নভেম্বর, ২০১০ এবং ৬ জানুয়ারি, ২০১১ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন নিষিদ্ধ করেছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে বেশ কিছু অসংগতি রয়েছে।	এখনও ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর নির্যাতন চলছে। শিক্ষিক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের প্রয়োজন। সচেতনতা প্রসারের প্রয়োজন। আইন লঙ্ঘন হলে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের কাছে অভিযোগ জানানো ।
১৮ নং ধারা	স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে সংশ্লিষ্ট সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের অনুমোদন।	রাজ্য রুল ১০-এ স্কুলের অনুমোদন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে শর্ত ও নির্দেশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং রুল ১১-এ বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি প্রত্যাহারের বিষয়ে বলা হয়েছে। স্বীকৃতি প্রত্যাহার হওয়া স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবেশি স্কুলে ভর্তির অধিকার থাকবে। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট না থাকার কারণে কোনো স্কুল ভর্তি নিতে অস্বীকার করতে পারবে না।	
১৯ নং ধারা	স্কুলের নিয়ম ও উৎকর্ষ মান।		
২০ নং ধারা	কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরিশিষ্ট পরির্দ্ধন ও পরিমার্জন করতে পারবে।		
২১ নং ধারা	স্কুল পরিচালন কমিটি।	রাজ্য রুল ১৩-এ স্কুল পরিচালন কমিটি গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কীত নিয়মাবলী বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।	
২২ নং ধারা	স্কুল উন্নয়ন পরিকল্পনা।	রুল ১৪ - প্রত্যেক স্কুল পরিচালন কমিটি আইন অনুযায়ী যে শিক্ষাবর্ষে গঠিত হয়েছে সেই শিক্ষবর্ষ শেষ হওয়ার তিন মাস পূর্বে একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং প্রত্যেক তিন বছরে একবার তৈরি করবে।	
২৩ নং ধারা	শিক্ষকদের যোগ্যতা ও তাঁদের কাজের শর্তাবলী।	রাজ্য রুল - ১৫ তে শিক্ষকদের বেতন এবং কাজের শর্ত ১৬ তে শিক্ষকদের কর্তব্য এবং ১৭ তে শিক্ষকদের কর্তব্য এবং ১৭ তে শিক্ষকদের অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে।	
২৪ নং ধারা	শিক্ষকদের দায়িত্ব ও অভিযোগ নিষ্পত্তি।		
২৫ নং ধারা	ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত।		অনুপাত অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এখনও প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়োগ হয়নি।
২৬ নং ধারা	অনুমোদিত শিক্ষকের ১০ শতাংশের বেশি কখনই শূন্য রাখা যাবে না।		

আইনের ধারা	আইন কী বলছে	রাজ্য নিয়মাবলী ও বিজ্ঞপ্তি	বাস্তব পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য
২৭ নং ধারা	শিক্ষকদের অন্য কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ।		
২৮ নং ধারা	শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন নিষিদ্ধ।	রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এ বিষয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে।	কার্যক্ষেত্রে বহু শিক্ষক এখনও প্রাইভেট টিউশনের সাথে যুক্ত রয়েছেন, প্রয়োজন এ বিষয়ে জনমত তৈরি ও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকলে অভিযোগ দায়ের করা।
২৯ নং ধারা	পাঠক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতি-রূপায়ণ, বয়স উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক সিলেবাস, পাঠ্য বই এবং অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত করা, ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়নের নির্দেশিকা তৈরি করা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ডিজাইন তৈরি করার দায়িত্ব একাডেমিক অথরিটির, যা সংশ্লিষ্ট সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তৈরি করবে । যে বিষয়গুলি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ: - সংবিধানের মূল্যবোধ - শিশুর সার্বিক বিকাশ - শিশুর জ্ঞান, সম্ভাবনা এবং প্রতিভার নির্মাণ - শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার সম্পূর্ণ বিকাশ - শিশু বান্ধব পরিবেশে, শিশুকেন্দ্রিক ভাবনায় কাজ, অনুসন্ধান, ও আবিষ্কারের মাধ্যমে শিক্ষা - শিশুর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা - শিশুকে ভয়মুক্ত, উদ্বেগমুক্ত করে তার মতামত প্রকাশে সাহায্য করা - সামগ্রিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন	রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর পৃথক সিলেবাস রিভিউ কমিটি তৈরি করেছে, নতুন পাঠ্যবই তৈরি হচ্ছে, সব শ্রেণির সব বই এখনও তৈরি হয়নি ।	সব শ্রেণির সব বই এখনও তৈরি হয়নি । সময় মতো সব বিদ্যালয়ে বই পাওয়া যাচ্ছে না। এই ধারায় শিশু বান্ধব পরিবেশে যে শিক্ষা পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তা এখনও কার্যকর নয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানানো।
৩০ নং ধারা	পরীক্ষা ও শংসাপত্র প্রারম্ভিক শিক্ষা শেষ হওয়ার আগে কোনো শিশুকে বোর্ডের কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না, শিক্ষা শেষ হওয়ার পর সার্টিফিকেট দিতে হবে এক মাসের মধ্যে।	রুল-১৮ অনুযায়ী প্রতিটি শিশুকে অষ্টম শ্রেণির শেষে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার শংসাপত্র দেবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, তিন মাসের মধ্যে ।	চতুর্থ শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শংসাপত্র দেওয়ার সময় বহু বিদ্যালয় অনৈতিকভাবে অর্থ নিচ্ছে, প্রতিবাদ ও অভিযোগ জানানো প্রয়োজন । রাজ্য নিয়মাবলীতে সময়ের ব্যবধান কমানো দরকার ।
৩১ নং ধারা	শিশু শিক্ষার অধিকার রক্ষা মনিটরিং করার দায়িত্ব NCPCR/ REPA-র ।	রাজ্যে প্রথমে REPA এবং পরে SCPCR তৈরি হয়েছে ।	SCPCR কমিটি তৈরি হলেও এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট অফিস নেই, এদিকে REPA ও কাজ করে যাচ্ছে, যা আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।
৩২ নং ধারা	অভিযোগ নিষ্পত্তি-স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাতে হবে, তিন মাসের মধ্যে স্থানীয় প্রশাসন অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে, সিদ্ধান্তে অখুশি হলে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগকে জানাতে হবে।		আইন লঙ্ঘন হলে ডিপিও সহ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং জেলা শাসকের কাছে নিয়মিত অভিযোগ দায়ের করা।
৩৩ নং ধারা	জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন। (১৫ জনের জাতীয় উপদেষ্টা গঠন)		
৩৪ নং ধারা	রাজ্য উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন	২২ নভেম্বর, ২০১১ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজ্য উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করা হয়েছে।	
৩৫ নং ধারা	নির্দেশ দেওয়ার অধিকার- কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে, রাজ্য সরকার স্থানীয় প্রশাসনকে এবং স্থানীয় প্রশাসন স্কুল পরিচালন কমিটিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারবে।		
৩৬ নং ধারা	সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছ থেকে আগাম অনুমতি ব্যতীত কোনোরকম শাস্তি বিধান করা যাবে না।		
৩৭ নং ধারা	আইনটির অণুসরণ করতে গিয়ে বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোনো কাজ করলে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ, স্থানীয় প্রশাসন, স্কুল পরিচালন কমিটি বা কোনো ব্যক্তির কোনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না ।		
৩৮ নং ধারা	সংশ্লিষ্ট সরকার আইনটি কার্যকর করার জন্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়ম তৈরি করতে পারবে।	রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ১৬ মার্চ, ২০১২ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়ম তৈরি করেছে এবং এর আগে ও পরে আইন প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ।	রাজ্য নিয়মাবলী আইনটিকে যথাযথ প্রয়োগের জন্য সম্পূর্ণ নয় । এ বিষয়ে রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সাথে ওকালতি করা প্রয়োজন।

ধূলিয়ানে বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া গেল

ওয়েবেনের সদস্য সংগঠন মারফতের পক্ষ থেকে বিদ্যালয় ছুট শিশুদের বিষয়ে একটি সমীক্ষার আয়োজন করা হয় মুর্শিদাবাদ জেলার ধূলিয়ান পৌরসভার তিনটি ওয়ার্ডে (২,৪ এবং ১১)। এই তিনটি ওয়ার্ডেই মোট ১৭৯ জন বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে ১০২ জন ছেলে এবং মেয়ে ৭৭জন। তবে এদের মধ্যে বিদ্যালয় ছুট এবং যারা কোনোদিন বিদ্যালয়ে যায়নি এই প্রকারভেদ করা হয়নি। এই এলাকার প্রধান জীবিকা হল বিড়ি বাঁধাই–এর কাজ। শিশুরাও পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে এই কাজে যুক্ত থাকে। এটি একটি নমুনা সমীক্ষা মাত্র। এই পৌরসভায় অন্যান্য এলাকাতেও একই ধরণের চিত্র দেখার সম্ভাবনা প্রবল। মারফত–এর পক্ষ থেকে এই শিশুগুলিকে বিদ্যালয় ভর্তির উদ্দেশ্যে যোগাযোগ করা হয় এলাকার বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে এবং এই তালিকাটি পেশ করা হয়েছে জেলাশাসক, ডি.পি.এস.সি–এর চেয়ারম্যান এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক–(মাধ্যমিক)–এর কাছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিশু শিক্ষা

তপন কুমার দাস

গত সংখ্যার পর … তবে শিক্ষাবিদরা মনে করেন ওই বয়সী শিশুদের খেলা ও আনন্দময় কাজের মধ্য দিয়ে যতটুকু পরিবেশ পরিচিতি করে শিক্ষাদান করা যায় ততটুকু করা। বইপত্র দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদান নয়। একসঙ্গে থাকলে অন্য দশটি সমবয়স্ক শিশুর সঙ্গে স্বাধীনতা ও আনন্দের আবহাওয়ায় শিশু নিজেকে আবিষ্কার করতে পারবে সেই সঙ্গে নিজেদের বিকশিত করতে পারবে।

প্রতিটি শিশুর গৃহই একটি শিক্ষালয়। জীবনের এই প্রথম শিক্ষাকেন্দ্রে মাতা-পিতা-আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বড় হতে হতে নিজেই নানারকম শিক্ষার রসদ পাবে। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের শ্রেষ্ঠ সময়। দেহ ও মনের গঠনের সবচেয়ে উপযোগী সময়। কিন্তু বর্তমান আর্থ-সামাজিক যুগে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে অণুপরিবার তৈরি হয়েছে। এখানে একশ্রেণির পরিবারের শিশুদের বাবা-মা উভয়েই রুটিরোজগারের জন্য বাইরে চলে যায়। তাই তাদের পরিবারে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা সেরকম সুযোগ থাকে না। তাই আজ গ্রামাঞ্চলে পাড়ায় পাড়ায় 'নার্সারী' স্কুলের রমরমা। অবশ্য উপযুক্ত 'নার্সারী স্কুলে' সুপরিকল্পিত শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা শিশুর পরবর্তী শিক্ষাস্তরে যাওয়ার পথ সুগম করে দেয়।

শিশু শিক্ষার মূল ধারণাটি কিন্তু আমরা পেয়েছি রুশোর কাছ থেকে । তিনি বলেছেন - সব শিশুরই মনের নির্দিষ্ট একটি গঠন ও প্রবণতা আছে। সেই প্রবণতা অনুযায়ীই সে চলে। এরপর নানা শিক্ষাবিদ্ শিশুশিক্ষার নানা পদ্ধতি কথা বলেছেন এবং সেই অনুযায়ী পদ্ধতিরও নামকরণ হয়েছে। ফ্রোয়েবেল বলেছেন - জীবনের প্রথম স্তরে শিশু কৌতুহল দিয়ে বাইরের প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনে নাড়াচাড়া করে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। তাঁর মতে তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সেই শিশুর সমস্ত ইন্দ্রিয় কোনো কিছু জানার ক্ষেত্রে বেশি উদগ্রীব থাকে। স্পর্শ দ্বারা শিক্ষাই শিশুশিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। ইন্দ্রিয়-অনুভূতির শিক্ষা ও পেশি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুসমন্বিত সঞ্চালনের শিক্ষাই শিশুশিক্ষার ভিত্তি। এরপর আরও বহুশিক্ষাবিদ্ যেমন মন্দেসরি, বুহ্লার, জেম্স্, গোসেল, আইজ্যাকস্ প্রমুখ নানা পদ্ধতির কথা বলেছেন। তবে সকলেই স্বীকার করেন নার্সারী স্কুলে খেলা, সংগীত, অঙ্কন, পরিবেশ পরিচিতির মাধ্যমে শিক্ষা শিশুকে তার গঠনাত্মক পথেই চালনা করে।

সারাবিশ্বে আজ প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত হয়েছে। যতটুকু জানা যায় ১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টীয় জ্ঞান প্রসার সমিতি শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এরপর শিশু শিক্ষার জন্য ডেম স্কুল, সারকুলেটিং স্কুল, সান্‌ডে স্কুল প্রভৃতি শিশুদের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে তৈরি হয়।

আমাদের ভারতবর্ষে ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষা উপদেষ্টা মি. সার্জেন্ট ৩-৫ বয়সী শিশুদের প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের কথা উল্লেখ করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন ভারতবর্ষের যে কোনো জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় শিশু শিক্ষাকে স্থান দিতে হবে। সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ হয় ১ কোটি শিশুর শিক্ষার জন্য ৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করতে হবে।

পরবর্তীকালে গান্ধীজী প্রাক্-বুনিয়াদি শিক্ষার কথা সেভাবে না বললেও নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের অঙ্গ হিসাবেই এগুলি কাজ করে থাকত। তবে ওইগুলির কর্মসূচি ছিল অনির্দিষ্ট। অবশ্য পরবর্তীকালে নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলি প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে একই পদ্ধতিতে ও পাঠক্রমে শিক্ষাদান করতে থাকে। স্বাধীনতার পর ১৯৬০-৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৪৯০, শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১,৫৬,০০০।

শিশু শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশ্বের দুজন আধুনিক শিক্ষাবিদের মধ্যে একজন অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ একথা বিদেশি শিক্ষাবিদগণ মনে করেন। রবীন্দ্রনাথের মত ছিল বাঁধাধরা কর্মসূচির পরিমণ্ডলে শিশু মনে কোনো কিছু গ্রহণ করা কষ্টকর। তিনি শিশুশিক্ষা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন - ''আমার বাল্যকালে শিক্ষাব্যবস্থা আমার মনে ভীষন পীড়া দিত। কারণ প্রকৃতির কোল থেকে, মানব-জীবনের সংস্পর্শ থেকে আলাদা করে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়।''

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশুবেলার অভিজ্ঞতায় জানা যায় বিদ্যালয়ের ইট, কাঠ, খাঁচার মধ্যে পঠন-পাঠন, বিদ্যালয়ের নানা শাস্তি তাঁকে আর স্কুলমুখো করেনি। তিনি গৃহেই গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এমনকি বড় হয়ে শিশুসহ কিশোর যুবকদের জন্যেও প্রকৃতির মুক্ত প্রান্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। বর্তমানে আমরা যদি শিশুদের ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখব তারা শুধুমাত্র নিরস পাঠ্যপুস্তকে বিদ্যালয়ে আকৃষ্ট হয় না। তাই বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ও নানা রঙিন ছবিসহ আকর্ষণীয় করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠও আরও পরিবর্তন আনার চেষ্টা চলছে শিশুদের আকৃষ্ট করার জন্য। শিশু শিক্ষায় ছড়া একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে। তাই আধুনিককালে শিশুদের সর্বপ্রথম পাঠ্য পুস্তকগুলি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাব শিশুদের বর্ণ পরিচয়ের পূর্বে ছোট ছোট ছড়া লেখা আছে। ওই ছড়াগুলির সঙ্গে আবার বড় বড় ছবিও আঁকা আছে যাতে শিশুরা ছড়া ও ছবি দুটোতেই আকৃষ্ট হয়। আর শিশুদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলে, গল্প করে আমরা যদি শিক্ষার কাজটি পরিকল্পিতভাবে চালিয়ে যেতে পারি - যাতে তারা কখনই বুঝতে পারেন না যে তাদের বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের নামে বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাহলে উত্তম হয়। আরও কখনই ওই বয়সী শিশুদের পাশ ফেল সম্পর্কে কোনওরূপ ধারণা না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। মুক্ত মনে খেলার ছলে সে অজান্তেই শিখবে। খেলতে খেলতে, ছড়া বলতে বলতে তার নানাবিধ বিকাশ ঘটবে। আর বাড়িতে নানা জিনিস নাড়াচাড়া করতে করতে সে অনেক কিছুই শিখবে। শিশুর আগ্রহ গল্প-কাহিনীর প্রতিও। রূপকথা, রাক্ষস-খোক্কস, বীরকাহিনী তাদের কাছে খুবই প্রিয়। এছাড়া শিশু উপযোগী সংগীত, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিশুকে নানা ধরনের শিক্ষা দেওয়া যায়।

আধুনিক শিক্ষানীতির প্রথম কথা হলো শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহই হলো সমগ্র শিক্ষার ভিত্তি। শিশুর স্বাভাবিক একটা আগ্রহ থাকে। সে অন্যের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় - অনেক সময় বাহবাও পেতে চায়। পারিপার্শ্বিক বস্তুকে দেখে সে চিনে নেয়। কোনটি আম, কোটি কি ফুল, কোনটি কি ফল, পুকুরে কি থাকে সে এককথায় বলে দিতে পারে। তাই গণিত শিক্ষা যখন আমরা দেবো সেগুলি যে মূর্ত বস্তু দেখিয়ে তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। সংখ্যা চেনানো। ছোট যোগ বিয়োগ, সবই হাতের কাছে পাওয়া বস্তুর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে ধারণা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। (সমাপ্ত)

ছাত্রকে জেলের কয়েদি বা ফৌজের সিপাই বলিয়া আমরা তো মনে ভাবিতে পারি না। আমরা জানি, তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। মানুষের প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং সজীব তন্তুজালে বড়ো বিচিত্র করিয়া গড়া। এই জন্যই মানুষের মাথা ধরিলে মাথায় মুগুর মারিয়া সেটা সরানো যায় না; অনেক দিক বাঁচাইয়া প্রকৃতির সাধ্যসাধনা করিয়া তার চিকিৎসা করিতে হয়।

… যাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা বা ড্রিল সার্জেন্ট বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোনোমতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তাঁরাই লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন; যাঁরা জানেন শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা; যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

ছাত্রশাসনতন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সবুজ পত্র, চৈত্র ১৩২২

সুস্মিতা চন্দ কর্তৃক সম্পাদিত এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ হইতে প্রকাশিত।
দূরভাষ-০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল:wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট: wben.info মুদ্রণে: প্রী প্রেস, কলকাতা-৭০০ ০৭৮, দূরভাষ : ২৪০৫ ১৮৭৮ *অনুদান : ৪ টাকা*